বর্ধমান থেকে প্রকাশিত

নতুন চিঠি

https://natunchithi.co.in

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১০ মার্চ, ২০২৬

৪৯ বর্ষ ১০ সংখ্যা ৯ মার্চ, ২০২৬, সোমবার, ২৪ ফাল্গুন, ১৪৩২
Vol. 49, Issue No. 10, Monday, 9 March 2026

■ Govt. Regd. No. R. N. 32853/78 ■ পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪, মূল্য ২ টাকা

নিত্য প্রয়োজনীয় সহ পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে পথ নামল সিপিআইএম)

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৮ মার্চ, বর্ধমান : রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে পথে নামল সিপিআই(এম)। আজ সিপিআই(এম) বর্ধমান শহর-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে পারবীরহাটা ট্রাফিকের সামনে একটি বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম) নেতা চন্দন ভট্টাচার্য, এরিয়া কমিটির সম্পাদক অরিন্দম মৌলিক, জেলা কমিটির সদস্য সুদীপ্ত গুপ্ত। এক ধাক্কায় এলপিজি সিলিন্ডার পিছু ৬০ টাকা, বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম সিলিন্ডার পিছু বাড়ল ১১৪ টাকা। এছাড়াও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে সভা হয়। মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি, পেট্রোপণ্যে ও গ্যাসের ওপর শূন্য জি এস টি-র দাবিতে সিপিআই(এম) বর্ধমান শহর-৪ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে বিক্ষোভ সভা ও পথ অবরোধ করা হয় ছোটনীলপুর আর জি ভবনের কাছে। সভায় বক্তব্য রাখেন দীপঙ্কর দে।

রাঢ় বাংলা কবিতা উৎসব ২০২৬ হয়ে গেল বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৭ মার্চ : আমোদবিহারী বসু ভবনে 'কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য জন্মশতবর্ষ মঞ্চে' কবিতা উৎসবের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট কবি ও অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মতথ্য আধিকর্তা অরবিন্দ সরকার। প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রথিতযশা চিকিৎসক কৌশিক লাহিড়ী। সম্মাননিত অতিথি ছিলেন বাচিক শিল্পী দেবেশ ঠাকুর। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে কবিরা এসেছেন। শতাধিক কবি এদিন এখানে অংশ নেন। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলার সভাপতি অরুণ মজুমদার। আয়োজক পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটি।

এদিন এই অনুষ্ঠানে নতুন চিঠির সম্পাদক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য-কে জীবনকৃতি সম্মাননা, নাট্যপরিচালক জয়ন্ত ঘোষ-কে গবেষক ড. গোপীকান্ত কোঙার স্মৃতি সম্মান, কবি নমিতা রাউত-কে সলিল ভট্টাচার্য স্মারক সম্মান ও চিত্রশিল্পী, বাউল ও ভাস্কর ক্ষীরোদবিহারী ঘোষকে কল্যাণ ভট্টাচার্য স্মারক সারস্বত সম্মান তাঁদের সারাজীবনের কাজের জন্য প্রদান করা হয়।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম শতবর্ষকে সামনে রেখে এবারের কবিতা উৎসব। প্রায় দেড় শতাধিক কবি কবিতা পাঠ করেন। উপস্থিত ছিলেন সুকৃতি ঘোষাল, নিয়াজুল হক, মিনতি গোস্বামী প্রমুখ বিশিষ্টজনেরা।

তৃণমূল-বিজেপি বিরোধী সর্বাত্মক ঐক্য গড়ে নির্বাচনে লড়াই করবে সিপিআই(এম) : মহঃ সেলিম

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩ মার্চ : সিপিআই(এম) একা লড়েনি, ফ্রন্ট তৈরি করেই লড়াই করে। বামফ্রন্ট বাফ্রন্টের বাইরে বাম, বৃহত্তর বাম ও বিজেপি-তৃণমূল বিরোধী দল ব্যক্তি গোষ্ঠী সকলকে ঐক্যবদ্ধ করেই সামনে বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করবে। আজ সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা দপ্তরে কথাগুলি বলেন দলের রাজ্য সম্পাদক মহঃ সেলিম। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আভাস রায়চৌধুরী। সেলিম বলেন, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে রাজ্যের ব্যাপক অংশের মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে চাইছে নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য রাজ্য প্রশাসন। মুসলিমদের নাম বা উপাধি বংশ পরম্পরায় হয় না। আদিবাসীদের উপাধি বা পদবী সম্পর্কে কমিশনের কোনো ধারণাই নেই। বিভিন্ন রাজ্যেও এই এস.আই.আর হয়েছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে পদ্ধতিকে জটিল করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ত্রাতা হিসাবে জায়গা করতে চাইছেন।

সেলিম বলেন, দক্ষিণপন্থার অর্থ হলো লুঠতন্ত্র। জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে খুবই পীড়াদায়ক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ইরানের উপর মার্কিনি ও ইসরায়েলি হামলা হচ্ছে। তেল, গ্যাস প্রভৃতির দামন বাড়বে। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়বে বিভাজনের রাজনীতি।

এসএফআই-এর বিশ্ববিদ্যালয় অভিযান উপাচার্য দেখা করলেন না ছাত্রদের সঙ্গে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৬ মার্চ : বর্ধমান এসএফআই-এর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন অভিযান-কে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ পথের মূল গেট বন্ধ, বিশাল পুলিশ মোতায়েন করে ছাত্র ছাত্রীদের যৌক্তিক দাবির প্রতি অবিচার করল কর্তৃপক্ষ। অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুসারে পরীক্ষা গ্রহণ, নির্দিষ্ট সময়ে ফল প্রকাশ, ক্যাম্পাসে পঠনপাঠনের স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখা সহ একাধিক দাবীতে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন অভিযানের ডাক দেয় এস.এফ.আই। কার্জন গেট থেকে মিছিল পৌঁছায় উত্তর ফটকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন প্রাঙ্গণে। আগে থেকেই সেখানে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। প্রবেশ পথের মূল গেটি তালা বন্ধ করে রাখা হয়। মিছিল গেটে এসে

—এরপর চারের পাতায়

'আগে ভোটার, পরে ভোট'—এই দাবিতে জেলা জুড়ে অবস্থান ও বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৬ মার্চ : "বৈধ ভোটারদের নাম বিচারাধীন রেখে নির্বাচনের ঘোষণা চলবে না"—এই জোরালো দাবিতে আজ বর্ধমান শহরের প্রাণকেন্দ্র কার্জন গেটে অবস্থান ও প্রতিবাদী কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ থেকে আওয়াজ তোলা হয় যে, ভোটার তালিকা সংশোধন ও বৈধ ভোটারদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত না করে কোনোভাবেই ভোটি প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে না।

এই অবস্থান কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন নজরুল ইসলাম। বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম) নেতা অপূর্ব চ্যাটার্জী, সুদীপ্ত গুপ্ত, এস.এফ.আই.-এর রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে, কাজল রায়, সাইদুল হক, অতনু হুই, এস.ডি.ও.-এর কাছে ডেপুটেশন দিয়ে থেকে ফিরে এসে বক্তব্য রাখেন দীপঙ্কর দে। বিকেল ৪.৩০ থেকে শুরু হয় অবস্থান চলে ৬.৪৫ মিনিট পর্যন্ত। সভায় সংগীত পরিবেশন করেন রুশো রায়চৌধুরী।

কালনা-২ ব্লকে পৃথকভাবে বিডিওকে স্মারকলিপি প্রদান ও বিক্ষোভসভা অনুষ্ঠিত হয়। সোনেরডাঙ্গায় অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন, সিপিআই(এম) রাজ্য কমিটির সদস্য অঞ্জু কর, পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী অধিকার মঞ্চ পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক সুকলাল মাণ্ডি, মহিলা নেত্রী মিতালী মুখার্জী প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন মহম্মদ শাহ। অন্যদিকে সুভাষ নন্দী, শ্রীকুমার দুবে, সুশান্ত ব্যানার্জি, অশোক ব্যানার্জি, অশোক ঘোষ প্রমুখের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল কালনা-২ বিডিওকে স্মারকলিপি প্রদান করেন।

—এরপর তিনের পাতায়

অবহেলিত নাগরিক পরিষেবা

সুকৃতি ঘোষাল : বর্ধমানে নিয়মিত বাস করছি দু'দশক হল। এখন দেখছি যত দিন যাচ্ছে নাগরিক পরিষেবা তত খারাপ হচ্ছে অথচ এটা যাঁদের দেখার কথা তাঁদের হেলদোল নেই। এসব কেন হচ্ছে ভাবতে বসে মনে হচ্ছে এ বিষয়ে পুর কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছ ধারণার অভাব আছে। তা না হলে বাইরের রোশনাই দিয়ে ভেতরের দৈন্য ঢাকার চেষ্টা কেন করতে হবে? ইলেকট্রিক পোলে জড়ানো নীল পাইপ-বাতি, আলোর ফোয়ারা, অথচ তার নিচেই স্তূপীকৃত দীর্ঘদিনের জঞ্জাল। শহরের রাস্তা খোঁড়া হচ্ছে, পাইপ বসছে, জখম রাস্তা মেরামত নেই। মাসের পর মাস কাটছে, ছোট গর্ত বড় হচ্ছে, পিচ-চটা পথের পাথর ছিটকে যাচ্ছে—মানুষ মেনে নিচ্ছে। নতুন ড্রেন হচ্ছে, তৈরি ড্রেনের সংস্কার নেই। জল জমে আছে, মশা-মাছি ভনভন করছে। বড় বড় গাছ কেটে উন্নাস থেকে নবাবহাট পর্যন্ত জি টি রোডের বিতর্কিত সংস্কার সাধিত হল। এখন সার্ভিস রোড বেদখল। ডিভাইডার বরাবর যেখানে একটু সবুজ থাকার ব্যবস্থা করা যায় সেখানে কোথাও ডেকরেটরের বাঁশ, কোথাও পাশের চায়ের দোকানের এঁটো মাটির কটরা 'শোভা' পাচ্ছে। রাস্তার একদিক সারাই করে ফেলে রাখা হচ্ছে মাসের পর মাস। পুরো সারাইয়ের পয়সা নেই না নতুন নিয়মে আধখানাই পুরো কিনা তা জানার উপায় নেই —উন্নয়নের জোয়ারে কোথাও বিপক্ষীয় জনপ্রতিনিধি নেই। রাজবাড়ি সংলগ্ন অঞ্চলে বি.সি. রোডের পথদোকান সরিয়ে ড্রেন হল, আবার পুনর্মুষিক ভব। একই ছবি মেডিকেল কলেজের সামনের তারাবাগমুখী রাস্তা। প্রতিরোধহীন দখলমুক্তি আবার পুনর্বাসন, তার জন্য দক্ষিণা দিতে হয় বলে জনশ্রুতি। তারাবাগ থেকে গোলাপবাগ মোড় যাবার রাস্তায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় গেটের সামনে পরিখার পূর্ব পাড়ে কয়দা করে জঙ্গল সাফ হচ্ছে। আশঙ্কা হচ্ছে, সেখানে অচিরেই চুপিচুপি দোকানপাট বসানো হবে। মানুষের দোষ নেই, চাকরি বাকরি নেই, দোকান দিয়ে যদি কিছু রোজগার হয়। কিন্তু স্ববিরোধিতা লাগে যখন দেখি শহরাঞ্চলে ভোটে ফল খারাপ হবার পর মুখ্যমন্ত্রী নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে হুঙ্কার দেন আর তা শুনে জেলা প্রশাসন লাঠি বল্লম নিয়ে হকার তুলতে ব্যস্ত হয়। পরবর্তীতে সেই স্থানের দশা কী হল সে বিষয়ে তারাই চোখ বুজে থাকে। কালনা গেট পেরিয়ে কৃষি ফার্মের দিকে এগোলেই নাকে কটু গন্ধ, 'বর্ধমানের ধাপা'য় বর্জ্য প্রক্রিয়করণের কোনো ব্যবস্থা নেই। আসলে নাগরিক পরিষেবা যে আমাদের অধিকার তা আমরা ভুলতে বসেছি। তাই জায়ান্ট পথচক্রিনে খেলা দেখতে আমাদের যত আগ্রহ, পাড়ার ডাস্টবিন পরিষ্কার হল না কেন তা জানতে আমাদের আগ্রহ তত নেই। প্লাস্টিক চলছে, রাস্তায় নির্মাণ সামগ্রী ফেলা হচ্ছে অকাতরে, পথকুকুর চিবোচ্ছে পরিত্যক্ত সেনিটারি ন্যাপকিন। আমাদের বিকার নেই—নচিকেতার 'এই বেশ ভালো আছি' গানের শ্লেষ আমাদের হজম হয়ে গেছে। সত্যেন্দ্রনাথ বাঙালির সর্বংসহ ভূমিকার প্রশংসা করে লিখেছিলেন 'মন্বন্তরে মরিনি আমরা, মারী নিয়ে ঘর করি'। সেটা জাতি হিসেবে গর্বের হলেও কর দিলে পরিষেবা পাবার অধিকার আছে নাগরিকের। সেটা আমরা মনে রাখি না। আমরা শুধু টিকে থাকতে চাই, কারণ আমরা বাঁচতে শিখিনি। বাঁচতে গেলে অধিকার বোধ

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

৯ মার্চ, ২০২৬

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ ও ভারত

নবীনচন্দ্র সেন-এর 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে বহুশ্রুত পংক্তি হলো— 'নাচায় পুতুল যথা দক্ষ বাজিকরে, / নাচাও তেমনি তুমি অর্বাচীন নরে'। অদৃষ্টবাদী এ উচ্চারণ বর্তমান ভারতে যেন নতুনভাবে সত্য বলে মনে হচ্ছে। একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র তার অমৃতকালে অন্যের হাতের অসহায় ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে 'সভরেন' (সার্বভৌম) বলা থাকলেও, ট্রাম্প-কাকার ধমকানিতে ছাপান্ন ইঞ্চির রোজই চুপসে যাচ্ছে। পহলগাঁও-এর জঙ্গি হামলার বদলা নিয়ে গলা ফাটিয়েছিলেন মোদীজি, হঠাৎ মিইয়ে গেলেন। পরে জানা গেল ট্রাম্পের চোখরাঙানিতেই নাকি যুদ্ধবিরতি। ট্রাম্প দাবি করলেন, প্রধানমন্ত্রী দাবি খন্ডন করলেন না। সত্যটা কী সবাই বুঝল। কিছুদিন আগে উচ্চ আমদানি শুল্ক চাপানোর ভয় দেখিয়ে ভারতকে রাশিয়া থেকে তেল আমদানি কমাতে এবং বাণিজ্যচুক্তি করতে বাধ্য করল আমেরিকা। নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ করলেন মোদীজি। ইরান যুদ্ধের আবহে একমাসের জন্য রাশিয়া থেকে তেল আমদানির ছাড়পত্র দিলেন ট্রাম্প। ভারত কৃতার্থ হলো—আত্মমর্যাদা রক্ষা করতে বলতেও পারল না, 'আমি কোথা থেকে তেল কিনব তা স্থির করার তুমি কে হে?'

আসলে বন্ধু চিনতে ভুল করেছেন প্রধানমন্ত্রী—সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিজের সুষ্ঠন স্বার্থকে রক্ষা করতে যা খুশি করতে চায়। অবশ্য বন্ধু চিনতে ভুল করেছেন বলাটা বেঠিক—আদানি-বন্ধু মোদীজি ইলন মাস্কের বন্ধু ট্রাম্পের বন্ধু হতে চাইবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই দুর্বলতা যত প্রকট হচ্ছে ভারতের জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির ঐতিহ্য ততই নষ্ট হচ্ছে। বস্তুত আমেরিকাকে তুষ্ট করতে প্রধানমন্ত্রী ইজরায়েল সফর করলেন এমন সময়ে যখন প্যালেস্টাইনের রক্ত তার হাত থেকে মুছে যায়নি। তাঁর প্রত্যাবর্তনের পরেই ইজরায়েলের ইরান আক্রমণ ও আমেরিকার খোমেইনি হত্যা। গোটা আরব ভূখণ্ডে যুদ্ধ শুরু হলো। ভারত এখনো যুদ্ধে না জড়ালেও যে-কোন পক্ষে তা শিশুর কাছেও অস্পষ্ট নয়।

বিশ্বত্রাস ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর সঙ্গে বন্ধুত্ব দেখাতে গিয়ে মোদীজি ভারতের ঘোষিত রাজনৈতিক অবস্থানকেই শুধু নড়বড়ে করে দিচ্ছেন না, ভারতের অর্থনৈতিক দুর্বিপাক ডেকে আনছেন। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আগুন এখন হেঁসেলে এসে ঢুকেছে। হঠাৎই গ্যাসের দাম বাড়ানো হলো এ দেশে। হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেলবাহী জাহাজ চলাচল স্থগিত থাকায় অচিরেই এদেশে তেল সংকট বাড়বে। পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়লে পরিবহণ ব্যয় বাড়বে, বাড়বে সব জিনিসের দাম। চিন-রাশিয়ার থেকে দূরত্ব বজায় রাখার ফল ভুগতে হবে ভারতকে—তার বিপদে বড় শক্তির সাহায্য পাবার সম্ভাবনা সে নিজেই নষ্ট করেছে। হয়তো একেই বলে স্বখাত সলিলে ডুবে মরা। দেশপ্রেম নিয়ে গরম ভাষণ দেওয়া আর দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করা সম্পূর্ণ আলাদা। সাম্রাজ্যবাদীর স্বার্থে সংঘটিত যুদ্ধের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিবাদ ছাড়া এখন তাই আর কোনো পথ খোলা নেই।

পশ্চিমের সূর্য অস্ত যাবে পূর্বাচলে!

বিভাস সাহা

কোন উদীয়মান সাম্রাজ্য যখন তখন যুদ্ধে যায় না। যে কোনো আন্তর্জাতিক ঝামেলায় দ্রুত পক্ষ বেছে নেয় না, বরং অপেক্ষা করে এবং সুযোগমতো মধ্যস্থের ভূমিকা নেয়। এইভাবে সে তার আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়। অন্যদিকে তার লক্ষ্য থাকে অর্থনৈতিক ক্ষমতা বাড়িয়ে যেতে থাকা, বিশ্ব বাজারের চালু আইনগুলি মেনেই নিজেকে দক্ষ খেলোয়াড়ে পরিণত করা।

অস্তগামী সাম্রাজ্য প্রতি সুযোগেই নিজের দাম্ভিকতা দেখাবে। যাকে তাকে ভয় দেখাবে, খেলার আইন ভেঙে পরাজয়কে জয় বলে ঘোষণা করবে। অন্যদিকে অর্থনীতির জগতে পায়ের তলা থেকে অপস্রিয়মাণ মাটিকে পাথর বলে ভাববে, এলোপাথাড়ি সিদ্ধান্ত নেবে। ক্রমশ অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস তার পতন ত্বরান্বিত করবে।

কালকের খবরে দেখা গেল, মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলি চিনের কাছে দরবার করেছে, চিন যেন মধ্যস্থতা করে ইরানকে তাদের উপর মিসাইল ছোঁড়া বন্ধ করায় এবং হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল আবার শুরু করতে দেয়। চিন ইরানকে বলেছে আন্তর্জাতিক বাজারের কথা ভেবে যেন হরমুজ স্ট্রেট খুলে দেয়। ইরান বলেছে, তারা হরমুজ স্ট্রেট কখনোই বন্ধ করেনি। কোনো ইন্সিওরেন্স কোম্পানি এখন এই অঞ্চলের জাহাজগুলিকে ইন্সিওর করবে না। তাই তারা থমকে আছে।

মাত্র এক সপ্তাহের যুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি আমেরিকার উপর আস্থা হারিয়েছে। অন্যদিকে চিন নিঃশব্দে প্রধান নির্ভরযোগ্য শক্তি হয়ে উঠছে। এখানে উল্লেখ্য, আমেরিকা-ইস্রায়েল আক্রমণের প্রেক্ষিতে চিন বেশ চুপচাপ আছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি কার্যত আমেরিকার বশংবদ হওয়া সত্ত্বেও চিন তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখেছে। একই সঙ্গে দীর্ঘদিন চিন ইরানের নির্ভরযোগ্য বন্ধু। সর্বোপরি চিন নিজেকে আমেরিকার অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখে বা দেখায়, মিলিটারি প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। এই কারণে চিন আজ উদীয়মান শক্তি; অনেকের আশা ভরসা।

আমেরিকা একশ বছর আগে অনেকটা এইরকম ছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দুটিতেই তারা অনিচ্ছায় অংশ নিয়েছিল। তারও আগে পুঁজিবাদের এক উন্নত চেহারা তারা দেখাতে পেরেছিল। এর কেন্দ্রে ছিল শিল্পক্ষেত্রে প্রযুক্তি এবং শ্রমশক্তির সুবিন্যাস; শুধু পুঁজির লাভ নয়, শ্রমিকেরও জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছিল। উপরের ছবিটি

নিউ ইয়র্ক শহরের ১৯৩২ সালে তোলা একটি ফটো, ৮০০ ফুট উঁচু একটি বাড়ির নির্মাণ শ্রমিকরা লাঞ্চ খাচ্ছে। এই ছবির মধ্যে পুঁজির দম্ভের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে শ্রমিকের দক্ষতা এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা ও অভ্যাস।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে সর্বশক্তিমান হলে রক্তের স্বাদ কেমন হয়, সেটা আমেরিকা জানল। অকারণে (শুধু পার্ল হারবারের প্রতিশোধ নিতে) অ্যাটম বোমা ফেলল। এর পাশে অর্থনৈতিক আধিপত্য বাড়াতে আমেরিকা ইউরোপের পুনর্গঠনের দায়িত্ব নেয়। ঠাণ্ডা যুদ্ধের আবহে নিজেকে পশ্চিমের একচ্ছত্র নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। প্যালেস্টাইন সমস্যা, ইসরায়েল গঠন ইত্যাদি সব বিতর্কিত বিষয়গুলিও নিজের কাঁধে নেয় তৎকালীন প্রায়-মৃত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হাত থেকে। ক্রমশ আমেরিকা যুদ্ধবাজ হয়ে উঠতে থাকে।

আমরা ঠাণ্ডা যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের পরাজয়ের কথাই শুধু বলে থাকি। আমেরিকার অর্থনীতির ক্ষতি হয়েছিল কিনা তা বলি না। আমেরিকার অর্থনীতিতে যুদ্ধ এবং অস্ত্রব্যবসা ক্রমশই একটা বড়ো ভূমিকা নিয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকায় আমেরিকার অপছন্দের সরকারকে যে কোনো ভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর বাকি পৃথিবীকে বলা হয়েছে গণতন্ত্রের জন্য এসব করা দরকার।

আজ ব্রিটেন ও ইউরোপের নিজস্ব কোনো পররাষ্ট্রনীতি নেই। তারা আমেরিকার উচ্ছিষ্ট ভোগে তৃপ্ত। আমেরিকা আজ পুরো ইউরোপে শুধু নয়, মধ্যপ্রাচ্যে তাদের মিলিটারি বেস করে রেখেছে। বিনিময়ে মধ্যপ্রাচ্য আমেরিকা থেকে মিলিটারি সুরক্ষা পাচ্ছে, আর তাদের তেল বাকি পৃথিবীকে ডলারে কিনতে বাধ্য করে আমেরিকা ডলারকে পৃথিবীর অত্যাবশ্যক কারেন্সি করে রেখেছে। একই সঙ্গে আমেরিকার অর্থনীতি আরও বেশি অটোমেশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ফিনান্সিয়াল পুঁজির উপর নির্ভরশীল হচ্ছে। আর সাধারণ মানুষের যখন চাকরি যাচ্ছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন দোষ দিচ্ছে অন্য কাউকে—কখনো চিন, কখনো রাশিয়া, কখনো ইরান।

আমেরিকান সাম্রাজ্য এখন অস্তগামী। ব্রিটেন ১৯৫৬ সালে ফ্রান্স এবং ইস্রায়েলের হাত ধরে সুয়েজ ক্যানেলের জন্য মিশর আক্রমণ করে নিজেদের মৃত্যুঘন্টা বাজিয়েছিল;

—এরপর তিনের পাতায়

চিঠিপত্র

মতামত পত্রপ্রেরকের নিজস্ব

ক্ষুদ্র ঋণের জালে হাঁস ফাঁস করছে গ্রামবাংলার মানুষ

ক্ষুদ্র ঋণের ফলে গ্রামীণ স্বনির্ভর দলগুলি ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ছে। ক্ষুদ্র ঋণ (মাইক্রো ক্রেডিট) একসময় দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর, বিশেষত গ্রামীণ মহিলাদের, অর্থনৈতিক মুক্তির প্রধান হাতিয়ার হিসেবে তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতিতে সাড়া ফেলেছিল। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসের হাত ধরে শুরু হওয়া এই ধারণা বিশ্বজুড়ে নারীর ক্ষমতায়ন এবং দারিদ্র্য হ্রাসে কার্যকর বলে দাবি করা হয়। গ্রাম বাংলায় (সেল্ফ হেল্প গ্রুপ)-এর মাধ্যমে এই ব্যবস্থার ব্যাপক প্রয়োগ হয়েছে।

কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এর সুবিধাগুলির পাশাপাশি গভীর ক্ষতগুলিও প্রকাশিত হচ্ছে। এখন প্রশ্ন উঠছে ক্ষুদ্র ঋণ কি সত্যিই গরিব মানুষকে দারিদ্র থেকে মুক্তি দিচ্ছে, নাকি ঋণের জালে জড়িয়ে ফেলে তাদের আরও গভীর সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে? ক্ষুদ্র ঋণের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল জীবিকা সৃষ্টি, ছোট ব্যবসা, কুটির শিল্প বা কৃষিভিত্তিক কাজের জন্য স্বল্প পরিমাণে অর্থ সরবরাহ করা। নারীর ক্ষমতায়ন, তাঁদের সরাসরি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করে পরিবারে তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। যাঁরা আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থার বাইরে ছিলেন, তাঁদের এই ব্যবস্থার আওতায় আনা। প্রাথমিকভাবে, স্বনির্ভর দলগুলো নিজেদের সঞ্চয় এবং ব্যাঙ্ক থেকে কম সুদে ঋণ নিয়ে সফলভাবে কাজ করছিল।

কিন্তু যখন উচ্চ সুদের কারবারি মাইক্রোফিনান্স সংস্থাগুলি ব্যাপক হারে গ্রামে প্রবেশ করতে শুরু করে, তখনই সমস্যার সূত্রপাত হয়। রাজ্যে ৯,৫৪,৪২০টি স্বনির্ভর দল আছে। প্রায় এক কোটি মহিলা স্বনির্ভর দলের সঙ্গে যুক্ত আছেন। এই দলগুলি বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে ১৪,০০০ কোটি টাকা ও মাইক্রো ফিনান্স সংস্থাগুলি থেকে প্রায় ১০,০০০ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। ক্ষুদ্র ঋণের ঘোষিত প্রাথমিক লক্ষ্য দারিদ্র দূর করা হলেও, এর প্রয়োগের পদ্ধতি এবং কিছু কাঠামোগত দুর্বলতার কারণে এই সমস্যাটি তৈরি হয়।

স্বনির্ভর গোষ্ঠী বা দল গ্রামীণ মহিলাদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য একটি সফল মডেল হলেও, দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই কাঠামোর মধ্যেই অনেক মহিলা ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ছেন। এই প্রক্রিয়াটি সাধারণ ক্ষুদ্র ঋণের ঋণ জালের চেয়ে কিছুটা আলাদা, কারণ এখানে দলীয় দায়বদ্ধতা একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে। একটি স্বনির্ভর দল সাধারণত ব্যাঙ্ক থেকে কম সুদে ঋণ নেয়। কিন্তু যখন সেই ঋণের টাকা পর্যাপ্ত হয় না বা কিস্তি শোধের জন্য আরও অর্থের প্রয়োজন হয়, তখন মহিলারা অন্য উপায় খোঁজেন।

মহিলারা দলগতভাবে ব্যাঙ্কের ঋণের পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে এলাকার অন্য এনজিও বা উচ্চ সুদের ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ করেন। অনেক সংস্থা স্বেচ্ছায় স্বনির্ভর দলের সদস্যদের ঋণ দেয়। কারণ তারা জানে যে, এই মহিলারা দলবদ্ধভাবে সঞ্চয় করেন এবং কিস্তি পরিশোধের প্রবণতা এদের মধ্যে বেশি।

একইসঙ্গে ব্যাঙ্ক, দল এবং একাধিক ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার কিস্তি পরিশোধের চাপ চলে আসে। ফলে উপার্জনের সিংহভাগই কিস্তি মেটাতে চলে যায়, যা মহিলাদের আর্থিক স্বাধীনতা না এনে আরও বেশি চাপ সৃষ্টি করে।

ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থাগুলি সাধারণত সাপ্তাহিক কিস্তি আদায় করে। কৃষিকাজ মরশুমি ব্যবসা থেকে নিয়মিত বা সাপ্তাহিক আয় নিশ্চিত হয় না কিন্তু কিস্তি দিতে হয় সাপ্তাহিক ভিত্তিতে। নির্দিষ্ট দিনে কিস্তি জমা করার জন্য মহিলারা প্রায়শই নিজেদের মূলধন বা সঞ্চয় থেকে টাকা খরচ করেন, যা তাঁদের ব্যবসাকে দুর্বল করে দেয়। নিয়মিত চাপ ও সাপ্তাহিক আদায়ের কঠোরতা তাঁদেরকে দ্রুত হতাশা এবং ঋণমুক্তির জন্য বেপরোয়া পদক্ষেপের দিকে ঠেলে দেয়। স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে সাধারণত একই ধরনের হস্তশিল্প বা ছোট পণ্য তৈরি করা হয় (যেমন : মোমবাতি, ধূপকাঠি)। এর ফলে স্থানীয় বাজারে সেই পণ্যের অতিরিক্ত সরবরাহ হয় এবং উৎপাদিত পণ্যের সঠিক বাজার না পাওয়ায় সেগুলি অবিক্রীত থেকে যায়। ফলে ব্যবসা থেকে প্রত্যাশিত মুনাফা আসে না। আয় না হলে উচ্চ সুদের ঋণ শোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, এবং মহিলারা ঋণের জালে আটকা পড়েন। স্বনির্ভর দল মহিলাদের মধ্যে সঞ্চয়, বিশ্বাস এবং দলবদ্ধতা তৈরি করলেও, যখন তাঁরা উচ্চ সুদের ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থাগুলির সংস্পর্শে আসেন এবং দলীয় চাপকে কাজে লাগিয়ে একের পর এক ঋণ নিতে থাকেন, তখনই এই ক্ষমতায়নের মডেলটি একটি ঋণ জালে পরিণত হয়।

বিশ্বজিৎ সরকার

দক্ষিণ ধাদকা

আসানসোল-২

জনপ্রতিনিধি 'রি-কল' : সময়ের ডাক

রবিব্রত ঘোষ

সম্প্রতি একজন রাজ্যসভার সাংসদ রাইট টু রিকল-এর পক্ষে বক্তব্য রেখেছেন। ধারণাটি খুব একটা পুরনো নয়, কিন্তু এই মুহূর্তে ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের যা হালচাল তাতে এটা যে তাদেরকে একটা সবক শেখানোর জন্য যথেষ্ট কার্যকরী এটা সম্বন্ধে কোন দ্বিধা রাখার প্রয়োজন নেই।

কাজ না করলে সরিয়ে দেওয়া হোক সাংসদ, বিধায়ককে, এই দাবিটি তুলেছেন ওই সাংসদ। দেশের সাধারণ মানুষ ভোট দিয়ে সাংসদ বা বিধায়ককে নির্বাচিত করেন। তা হলে চাইলে তাঁদের ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবেন না কেন? এই প্রশ্ন তুলেই রাজ্যসভায় 'রাইট টু রিকল' বা প্রত্যাহারের অধিকার চালুর পক্ষে সওয়াল করেন সাংসদ। তাঁর কথায়, 'এটাই হবে গণতন্ত্রের বিমা।' বিশ্বের ২৪টি গণতান্ত্রিক দেশে এই সুবিধা রয়েছে বলেও দাবি করেছেন তিনি।

গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধিদের কাজের মূল্যায়নের কোনও সুযোগ নেই। জায়গা নেই জবাবদিহিরও। একমাত্র পরের নির্বাচনে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া ছাড়া। সাংসদের দাবি, এর ফলে গা-ছাড়া মনোভাব তৈরি হচ্ছে। তাঁর কথায়, 'ভোটের আগে নেতা জনতার পিছনে ঘোরেন। আর ভোটের পরে জনতা নেতার পিছনে।' আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় দাঁড়িয়ে পাঁচ বছরের মেয়াদ অত্যন্ত দীর্ঘ বলেও দাবি তাঁর।

এর পরেই 'রাইট টু রিকল'-এর দাবি তোলেন। সাংসদ বা বিধায়ক কাজ না করলে তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই জানিয়ে তিনি বলেন, 'ভোটাররা যদি কোনও নেতাকে নির্বাচিত করতে পারেন, তা হলে তাঁকে প্রত্যাহার করার অধিকারও থাকা উচিত। সেটাই হবে রাইট টু রিকল।' আরও দাবি, আমেরিকার, সুইৎজারল্যান্ড-সহ বিশ্বের অন্তত ২৪টি দেশে রাইট টু রিকলের মাধ্যমে প্রতিনিধি প্রত্যাহার করে নেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

তাত্ত্বিকরা বলা শুরু করে দিয়েছেন এইরকম একটি ধারণা প্রাচীন ভারতে ছিল। যেখানে বলা হয়েছিল রাজা যদি অযোগ্য হয় জনগণের অধিকার আছে তাকে পরিত্যাগ করার। ১৯৪৪ সালে, এমএন রায় শাসনের বিকেন্দ্রীকরণ এবং বিবর্তনের প্রস্তাব করেন যা প্রতিনিধিদের নির্বাচন এবং প্রত্যাহারের সুযোগ দেবে।

'প্রত্যাহারের অধিকার' লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার এবং বিশিষ্ট বামপন্থী নেতা সোমনাথ চ্যাটার্জী উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন এটি জবাবদিহির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে।

রামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলনের বিশিষ্ট সন্ন্যাসী ছিলেন, স্বামী সোমেশ্বরানন্দ, সমসাময়িক ভারতের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে বিবেকানন্দ চর্চায় ওনার মূল্যবান প্রবন্ধ ও বই আছে। এরকমই একটি বইতে (ভারতবর্ষ ২০৪৭) উনি এই প্রস্তাবটিকে সামনে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। তাত্ত্বিক মহলে 'রিকল' এর ধারণাটি অনেকদিন ধরেই আলোচিত হচ্ছিল ভারতীয় গণতন্ত্র বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র। কিন্তু এর নিজস্ব কতগুলি সমস্যা আছে। প্রথমত গণতন্ত্রের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতি, অবৈধ বেআইনি কাজকর্মের একটা ওতপ্রোত সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। অবস্থাটা এমন জায়গায় গেছে, সৎ নির্লোভ কোনো রাজনৈতিক নেতা হতে পারে, এটা একমাত্র কল্পকথায় পাওয়া যাবে বলেই ভারতবর্ষের জনগণ বিশ্বাস করে। আরো বড় সমস্যা ভারতবর্ষের বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতার সমস্যা। থানায় অভিযোগ দায়ের, তদন্ত, চার্জশিট তারপরে বিচার। এক ভয়ংকর দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা। দাদুর আমলের বিচার নাতির আমলেও শেষ হবে কিনা কেউ জানে না।

নেতারা দাবি তোলেন যতক্ষণ না আইনি মতে দোষ প্রমাণ হচ্ছে ততক্ষণ অভিযুক্ত সমস্ত রক্ষাকবচ পাবেন। নির্বাচনেও দাঁড়াতে পারবেন। এই করে ভারতবর্ষের যত রাজনীতিবিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এসেছে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সহ হাতেগোনা কয়েকজন ছাড়া কাউকেই জেলে ঢোকানো যায়নি। আর অধিকাংশই নিজেদের পদ এবং ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে, নিজেদের বিরুদ্ধে অভিযোগটাকে অমীমাংসিত রেখেছেন বা ধামাচাপা দিতে পেরেছেন। এই ব্যবস্থার অবসান ঘটানোর জন্য রাইট টু রিকল অত্যন্ত জরুরি একটি পদক্ষেপ।

রাজনীতির নেতারা জেতার জন্য নির্বাচনের আগে অসম্ভব রকমের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেন। সে প্রতিশ্রুতির কোন মাথামুণ্ডু চিন্তাভাবনা আছে বলে মনে হয় না। পারলে ওরা প্রতিশ্রুতি দিতেন চাঁদটাকে মানুষের ঘরে এনে সাঁটিয়ে দেবেন। নির্বাচনের পরে সেই প্রতিশ্রুতির কত শতাংশ ঠিক মতো পালিত হল এটা নিয়ে কিন্তু কোনো গবেষণা হয় না।

রাইট টু রিকল নেতাদের বাধ্য করতে পারে তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করার জন্য। অথবা উদ্ভট নির্বোধের মধ্যে প্রতিশ্রুতি না দেওয়ার জন্য। এর সাথে আরেকটি ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে। নির্বাচনের আগে প্রার্থীদের হাত খুলে খরচা করা দুর্নীতির ক্ষেত্রে এটি একটি বড় অস্ত্রে পরিণত হতে পারে। সব নেতাদেরই নির্বাচনে জয়লাভের আগের এবং জেতার পরের জীবনযাত্রায় আসমান জমিন পার্থক্য থাকে। সাধারণ মানুষ ভয় কিংবা অন্ধভক্তিতেও এ প্রশ্ন তোলার সাহস দেখান না কিভাবে তাদের এত সম্পত্তি বেড়ে গেল। সম্পত্তি বাড়ার হিসেব দেওয়ার পরও তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু কোন তদন্ত হয় না কেন কিভাবে সম্পত্তি বাড়লো। আর আইনত তাকে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রমাণ করাটা আরো বেশি কঠিন। ভারতের জনগণ এখন মেনে নিতেই শিখেছে যে রাজনীতি করছে সে কিছু কামিয়ে নেবেই। আপাতগ্রাহ্য দুর্নীতির অভিযোগে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাকে রিকল করাটা এই অশুভ চক্রকে ভাঙতে পারবে।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ নেতাই দলবদলে ভীষণ মাত্রায় পারঙ্গম। নির্বাচিত প্রতিনিধি নিজেই বলতে পারবেন না এক মাস পর তিনি এই দলে থাকবেন নাকি অন্য দলে যাবেন। অথচ জনগণ নেতাকে দেখে ভোট দেয় না, দলকে দেখে ভোট দেয়। দলত্যাগকারী নেতাকে দ্রুত বিদায় করার জন্য রিকল ব্যবস্থা ভীষণ প্রয়োজন।

লোকসভা বিধানসভা বা তৃণমূলের স্তরে পঞ্চায়েত সমিতির মিটিংয়েও সাধারণ মানুষের বক্তব্য কতটা প্রতিফলিত হয় এটা নিয়েও গবেষণা করার প্রয়োজন আছে। লোকপাল বিলের সময় তুলে ধরা হয়েছিল যে, এই বিলের পক্ষে বা বিপক্ষে যেসব সাংসদেরা রয়েছেন তাদের নির্বাচনী ক্ষেত্রের জনগণ তাদের মতের সঙ্গে সহমত নন। সাধারণ জনগণের মতামতকে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ভ্রূক্ষেপই করেন না। তারা দলের কথায় ওঠেন বসেন। দলের ঠেলায় জনগণের মতামতকে গুরুত্ব দিতে পারেন না, মধ্যবর্তী পাঁচ বছর। সে ক্ষেত্রে রিকল প্রক্রিয়া অত্যন্ত জরুরি কার্যকরী ভূমিকা নেবে।

পাঠক, নির্বাচনের আগে সম্ভাব্য জনপ্রতিনিধিদেরকে অনেকবার দেখেছেন আপনার সামনে হাসিমুখে হাতজোড় করে দাঁড়াতে। বুক ঠুকে বলুন তো ভোটে জেতার পর তাকে আর কতবার পেয়েছেন? নির্বাচিত প্রতিনিধির অন্তত দু মাসে একবার আপনার কাছে হাজির হওয়া অসম্ভব ছিল? নির্বাচিত প্রতিনিধিকে পাওয়ার থেকেও সহজ কাজ খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজা। কারণ নির্বাচিত প্রতিনিধি জানেন তাঁর আর কোন দায়বদ্ধতা নেই পাঁচ বছর পর আসলেই চলবে। এলাকার মানুষ জনগণ কষ্ট পাচ্ছে নাকি ভালো আছে, দুঃখে আছে নাকি আনন্দে আছে সে ব্যাপারে তার কোনো পরোয়া নেই। নেতা তার বড় নেতাদের তাঁবেদারি করতেই ব্যস্ত থাকেন।

এই ভাবনার কি গলদ নেই? আছে। সেই গলদগুলি গোটাটাই রাজনৈতিক। ধরে নেওয়া যাক কোন একজন নির্বাচিত প্রতিনিধিকে রিকল করা হলো। নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন ওই প্রতিনিধি দল পাল্টে আবার নির্বাচনে দাঁড়াবেন। এবং নতুন দল তাঁর আগের দলকে তেড়ে গালাগালি দেবেন আর আর এই নেতাটিকে হিরো বানাবেন। তাই এই সংস্থান ও রাখা দরকার যে রিকল করা নেতা অন্তত কুড়ি ত্রিশ বছর আর যেন ভোটে দাঁড়াতে না পারেন।

শহিদ অরুণ দত্তের স্মরণ সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৮ মার্চ : সিপিআই(এম) বর্ধমান শহর-১ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে শহিদ অরুণ দত্তের স্মরণসভা নতুনপল্লি করবখানা মোড়ে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ সালের ৮ মার্চ কংগ্রেসি ঘাতক বাহিনীর হাতে শহিদ হয়েছিলেন ব্যাংক কর্মচারী আন্দোলনের নেতা অরুণ দত্ত। এই স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন প্রবীণ নেতা তাপস সরকার, এরিয়া কমিটির সম্পাদক অতনু ছই। সভাপতিত্ব করেন দুলাল নাগ। স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম) জেলা নেতৃবৃন্দ অপূর্ব চ্যাটার্জী, নজরুল ইসলাম, সুদীপ্ত গুপ্ত ও দীপঙ্কর দে। সভা শেষে এক বিরাট মিছিল মহিলারা হাতা, খুন্তি, ডেকচি নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েন। মিছিল কার্জনগেটে শেষ হয়।

এস আই আর নিয়ে উদ্বেগে ভোটাররা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩ মার্চ : নানা টালবাহানার পর এস আই আর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হলো আজ। তাতে দেখা যাচ্ছে জেলার ৯ টি বিধানসভা মিলিয়ে ৩৯ লক্ষ ৭০ হাজার ৬২০ জন ভোটার রয়েছে। বিচারাধীন ৩ লক্ষ তিপান্ন হাজার ৬০৮ জন। বাদ গেছে ১৭,৯৮৪ জন। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় ২০২৫ এর ভোটার তালিকায় নাম ছিল ২৩ লক্ষ ২৭ হাজার ১১১ জনের। এস আই আর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পরে মৃত্যু, স্থানান্তরিত, খুঁজে না পাওয়া এবং ভুয়ো ভোটার হিসেবে ৩ লক্ষ ২০ হাজার ২২৫ জনের নাম বাদ যায়। বর্ধমানে চূড়ান্ত তালিকার পর বাদ গেল ২ লক্ষ ২৫ হাজার ৯১৫ জনের নাম এর মধ্যে চূড়ান্ত তালিকা অনুসারে মেমারি বিধানসভায় এলাকায় সবচেয়ে বেশি ডিলিটেড ভোটার রয়েছে ২ হাজার ৮৮৩জন। কেতুগ্রাম বিধানসভায় রয়েছে সব থেকে বেশি বিচারাধীন ভোটার ৩৬ হাজার ৮৫০ জন। সব থেকে কম ভোটার বাদ গেছে জামালপুরে ১৮৯ জন। একইসঙ্গে বিচারাধীন ভোটার সব থেকে কম রয়েছে জামালপুরে ১৩ হাজার ৮২২ জন। উল্লেখ্য, এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর পর এবং খসড়া তালিকার আগে এবং এদিন প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকা অনুসারে সব থেকে বেশি ভোটার বাদ যাবার নিরিখে রয়েছে বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র। বাদ গেছে ১৮ হাজার ৯০৫ জন ভোটার। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, জেলায় নতুন ভোটার হিসাবে নথীভুক্ত হয়েছে ৭ হাজার ২৭৫ জন।

—প্রথম পাতার পর

উপাচার্য দেখা করলেন না ছাত্রদের সঙ্গে

পৌঁছাতেই উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশের সাথে শুরু হয় ধ্বস্তাধ্বস্তি। বেশ কয়েকজন ছাত্র গেটের উপরে উঠে গেট টপকে ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এর সাথে দেখা করার কথা থাকলেও তা না হওয়ায় গেটের সামনেই রাস্তায় বসে পড়েন ছাত্র ছাত্রীরা। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরাও যোগ দিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আচরণের তীব্র নিন্দা করেছে এস.এফ.আই।

পশ্চিমের সূর্য অস্ত যাবে পূর্বাচলে!

—দুয়ের পাতার পর

হিটলার অতিদম্ভে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে নিজের আত্মহত্যা অনিবার্য করেছিল। আমেরিকা তেমনি ভিয়েতনাম যুদ্ধ, আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া কোন জায়গা থেকেই শিক্ষা না নিয়ে আরও বেশি যুদ্ধ চাই বলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

এ অনেকটা নেশাখোর জুয়াড়িদের মতো। বারবার হারার পরেও যারা বলে, আর একবার খেলি। সাম্প্রতিক ভেনেজুয়েলা কাণ্ড আমেরিকাকে আরো দাম্ভিক ও বে-পরোয়া করে তুলেছে। এই মুহূর্তে আর একটি খবর হলো, তারা ইকুয়েডারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আরেক যুদ্ধপ্রস্তুতি নিচ্ছে। গুজব, আমেরিকা কিউবা আক্রমণ করবে, কলম্বিয়াকেও 'শিক্ষা' দিতে পারে।

গত এক সপ্তাহের যুদ্ধে ইরানে ইস্রায়েল এবং আমেরিকা যেভাবে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে, তাতে মনে হবে ইরান শেষ। কিন্তু অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করছেন, শেষ তো দূরের কথা, শুধুমাত্র মিলিটারি দিক দিয়েই আমেরিকার জন্য অনেক বিস্ময় অপেক্ষা করছে। 'গ্রেটার ইস্রায়েল' প্রজেক্ট বিরাট ধাক্কা খাবে। তাহলে কি আমেরিকান সাম্রাজ্যের পতন এই ইরান আক্রমণ দিয়েই শুরু হতে চলেছে? আমরা জানি না। কিন্তু গতকাল ইরানের বিদেশমন্ত্রীকে আমেরিকার এন বি সি চ্যানেলের সাক্ষাৎকারে জিজ্ঞাসা করা হয়, "আমেরিকা ইরানের মাটিতে সৈন্য নামাতে চলেছে, আপনারা কীভাবে মোকাবিলা করবেন?" বিদেশমন্ত্রীর উত্তর, "নামুক। আমরা অপেক্ষা করছি।"

—প্রথম পাতার পর

বিশাল অবস্থান কর্মসূচি

২৬৪ কালনা (তপঃ) বিধানসভা কেন্দ্রের সহকারী নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ এবং তাকে নির্দিষ্ট কয়েকটি দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। সিপিআই(এম)-এর কালনা শহর এবং কালনা-১ এরিয়া কমিটির যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে। বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম) রাজ্য কমিটির সদস্য শুকুল শিকদার, মহিলা নেত্রী জনা মুখার্জি, আশুতোষ পাল, হালিম শেখ প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন রাখহরি সেন। অন্যদিকে কৃষ্ণচন্দ্র চাল, আশুতোষ পাল, নির্মল সিংহরায়, কেশবচন্দ্র ঘোষ, তহমিনা বিবি প্রমুখের একটি একটি প্রতিনিধি দল উল্লেখিত দাবিতে সরকারি নির্বাচন আধিকারিককে স্মারকলিপি দেন।

সিপিআই(এম)-এর কালনা-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে প্রকাশিত এসআইআর ভোটার তালিকা নিয়ে বৈদ্যপুর রথতলায় বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন, উদয় গোস্বামী, নবকুমার বাগ, জয়দীপ ভট্টাচার্য, গৌতম হালদার, সুভাষ নন্দী প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন পার্টির এরিয়া কমিটির সম্পাদক মোহাম্মদ শাহ।

সিপিআই(এম) মেমারি-১ পশ্চিম ও পূর্ব এরিয়া কমিটির উদ্যোগে মেমারি-১ বিডিওকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। মেমারি বিডিও অফিস প্রাঙ্গনে সিপিআই(এম) কর্মী ও নেতৃত্বরা জমায়েত হয়ে বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন, মেমারি-১ পশ্চিম এরিয়া কমিটির সম্পাদক পীযূষ বিশ্বাস ও মেমারি-১ পূর্ব এরিয়া কমিটির সম্পাদক সঞ্জয় গুই,নিমাই হাঁসদা, আস্তাজ আলি দফাদার প্রমুখ। বিক্ষোভ সভা চলাকালীন ৬ জনের একটি প্রতিনিধি দল মেমারি-১ বিডিওর কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন।

আয়নার বসন্ত উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩ মার্চ : বসন্ত দোল ও হোলি-কে কেন্দ্র করে ৩ ও ৪ মার্চ বর্ধমান টাউন হল ময়দানের মুক্তমঞ্চে আয়না-র বসন্ত উৎসব হলো। অনুষ্ঠানে ছিলেন আয়নার পরিচালক দেবেশ ঠাকুর ও মণিকা ঠাকুর এবং তাদের সদস্যরা। ২৫টি নৃত্য সংস্থা ও তাদের নৃত্য গান, কবিতায় অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত করে তোলে। মানুষ হারিয়ে ফেলেছে নিজস্ব সত্ত্বা ও সংস্কৃতি। হারাচ্ছে চিরকালীন উৎসবের সেই গরিমা। তাই আজ সকল বাঙালিকে শুচি, শুভ্রতা, শালীনতা বজায় রেখে হাতে হাত ধরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সেই গান 'আজি সবার রঙে রঙে মিশাতে হবে' গেয়ে পথ চলতে হবে।

অবহেলিত নাগরিক পরিষেবা

—প্রথম পাতার পর

থাকতে হয়, আমরা দাক্ষিণ্যেই খুশি। প্রাপ্য পরিষেবা লুণ্ঠিত হলে তা নিয়ে প্রশ্ন করার দায়িত্ব গণমাধ্যমের। তারা যোগনিদ্রামগ্ন। মানুষের মনে অধিকার বোধ জাগানো বিরোধী রাজনৈতিক দলের কাজ। নানা হিসেবনিকেশ করে তারা যতদিন না সেসব করতে নামে ততদিন আসুন আমরা একটু সহ্য করে নিই। যেমন সহ্য করে ওই টোটোওলা যে তার গাড়িটি নিয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে চলছে আর নিজের মনেই গজরাচ্ছে কেন রাস্তা ভাঙা প্রশ্ন তুলছে না। প্রতিবাদ প্রতিরোধ যে প্রতিকারের একটা পথ, বিগত পনেরো বছরে শহরবাসী তা ভুলতে বসেছি।

হাওড়ায় ডিওয়াইএফআই কর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদ বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা : আগামী ১১ মার্চ ডিওয়াইএফআই-এর ডাকে হাওড়া ডিএম অফিস অভিযানের প্রচার চলাকালীন গত ৫ মার্চ তৃণমূলের দুষ্কৃতী বাহিনীর হাতে আক্রান্ত হন 'যুবশক্তি' পত্রিকার সম্পাদক সরোজ দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এই আক্রমনের ঘটনার প্রতিবাদে ও আক্রমণের সঙ্গে যুক্ত দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বর্ধমান শহরের পার্কাস রোডে ডিওয়াইএফআই বর্ধমান শহরের পক্ষে থেকে বিক্ষোভ সভা হয়। বিক্ষোভ সভা শেষে বর্ধমান পার্কাস রোড মোড় থেকে বাদামতলা পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল হয়। এদিন এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা নেতৃত্ব অনির্বাণ রায় চৌধুরী, সুদেব দাস, অরুণাভ মুখার্জি। সভাপতিত্ব করেন শুভদীপ চোঙদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুবনেতা শম্ভু সর্দার।

এই ঘটনার প্রতিবাদে ডিওয়াইএফআই-এর কালনা-১ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে এদিন ধাত্রীগ্রামের নবদ্বীপ মোড়ে প্রতিবাদ সভা হয়। যুব নেতাদের উপর তীব্র আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে বক্তব্য রাখেন যুব নতা আতাবুল শেখ, বেচারাম টুডু, সৌরেন চন্দ্র প্রমুখ।

ধর্মঘটের সমর্থনে সরকারি কর্মচারী সহ যৌথ মঞ্চের সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৮ মার্চ, বর্ধমান : বিএসএনএল অফিসের সামনে বিকাল এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন যৌথ মঞ্চের পক্ষে বিদ্যুৎ দাস, এবিটিএ-র পক্ষে শিবশংকর সাহা, এ.বি.পি.টি.এ-র পক্ষে বিশ্বনাথ দাস, পঞ্চায়েত যৌথ কমিটি-র পক্ষে সমীর প্রধান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষে রূপক মাজিলা, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে তাপস রায়, পেনশনার সংগঠনের পক্ষ থেকে তপন ঘোষ, কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়নের পক্ষে মুন্সি মোশাররফ হোসেন এবং ১২ জুলাই কমিটির পক্ষে করালি চ্যাটার্জী। সভা পরিচালনা করেন তাপস যশ। বক্তারা জানান সকল অনিয়মিত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী-কর্মচারীদের নিয়মিত করার দাবিতে আগামী ১৩ মার্চ প্রশাসনে, কর্মক্ষেত্রে সর্বাত্মক ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানান। ১৩ মার্চ সরকারি কর্মচারীদের ডাকা ধর্মঘটের সমর্থনে কালনা শহরে মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। দাবি ছিল সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী বকেয়া মহার্ঘভাতা। পথসভায় বক্তব্য রাখেন শিক্ষক নেতা নীরব খাঁ, জয় নিয়োগী, মানিক মাণ্ডি প্রমুখ। মিছিল সংগঠিত করে কালনা শহর পরিক্রমা করা হয়।

কালনায় আদিবাসীদের শাল/সরহুল পুজো

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২ মার্চ : আদিবাসী গান ও নৃত্যের মধ্য দিয়ে শেষ হলো আদিবাসীদের শাল/সরহুল পুজো। কালনা-২ ব্লকের বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তালা গ্রামে শুরু হয় এই পুজো। এই সাল পূজাকে কেন্দ্র করেই উৎসবের চেহারা নেয় এলাকায়। ধামসা মাদল সহ নৃত্যতে মেতে ওঠে আদিবাসীদের আবালবৃদ্ধবনিতারা। আর এই নৃত্য দেখতে ভিড় জমায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষজনেরা। আদিবাসীদের প্রধান শাল পূজার নাম সরহুল যা ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশায় পালিত হয়। মুণ্ডা ওঁরাও ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষরা বসন্তকালে পালন করেন। এটা একটি পবিত্র প্রকৃতি পূজা। এটি শাল গাছ এবং প্রকৃতি দেবীকে আরাধনার মধ্য দিয়ে নতুন ফসল ও সমৃদ্ধির জন্য কামনা করা হয়। সাঁওতালরা ফাগুন মাসে এই উৎসবকে বাহা পরব বলেও অভিহিত করেন।

দাম না থাকায় মাথায় হাত আলু চাষিদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৭ মার্চ : নতুন আলু ওঠার সময় বাজারে আলুর দাম না থাকায় মাথায় হাত পড়েছে জেলার আলু কৃষকদের। এক বস্তা (৫০ কেজি) আলু বিক্রি হচ্ছে ২০০ থেকে ২৫০ টাকা। এক বিঘা জমিতে আলুর উৎপাদন খরচ ৩৫ হাজার টাকা, বর্তমান বাজারে এক বিঘা জমির আলু তুলে বিক্রি করে পাওয়া যাচ্ছে ১৭ থেকে ১৮ হাজার টাকা, এমনই দাবি আলু কৃষকদের। কৃষি দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী বর্ধমান জেলায় আলু চাষ হয়েছে ৬৫ হেক্টর জমিতে এবং কালনা মহাকুমার পাঁচ ব্লকে আলু চাষ হয়েছে কুড়ি হাজার হেক্টর জমিতে। ফলে বর্তমান আলুর বাজার অনুযায়ী কৃষকরা বিরাট লোকসানের মুখে পড়েছেন। এই অবস্থায় আলু কৃষকদের বাঁচানোর লক্ষ্যে সারা ভারত কৃষক সভা বেশ কয়েকটি দাবি উত্থাপন করে আন্দোলনে নেমে পড়েছে।

বাহান্নবর্তী (৩৩)

রত্না রশীদ

দান ও ধর্ম প্রায় অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। ধার্মিকদের দান হলো অবশ্য কর্তব্য। শব্দবন্ধটি বাস্তবে হলো দান-ধ্যান। তো কালের প্রবাহে কঠিন কর্ম ধ্যান উঠে গেছে জনজীবন থেকে। পড়ে রয়েছে হাত পেতে কুড়িয়ে নেওয়া দান—বিভিন্ন ফরমে ভাতা, ভিক্ষে, ফিতরা প্রভৃতি বিনাশ্রমে ভোগ করার অর্থ ও বস্তু। চিরকাল প্রতিটি ধর্মে এটা বুঝিয়ে আসা হয়েছে দান করা অতি মহৎ কর্ম। এই মহৎ হবার খপ্পরে পড়ে ন্যায় অন্যায়ের ধার না ধরে অনেকে যেন-তেন-প্রকারেণ 'কামাই' করে যত খুশি তত কুকর্ম করে মন্দির মসজিদে টাকা দান করে পাপমুক্ত হয়। চিরকালীন গাঁড়াকলী ব্যবস্থা।

বিরাট বিরাট রইস আদমি এমন শান বাঁধানো পথে 'দানসাগর' উপাধি অর্জন করে। ধর্মের টোপ দিয়েই মানুষের কাছ থেকে অর্থ লুটে এনে নিজে দানী হবার জন্যই তো মানুষকে চিরকালীন ভিখারি দানগ্রহী করে রাখা প্রয়োজন। এতো ধর্মেরই বিধান। গরিব না রইলে আপনার বিধাতা পুরুষের মতো দেওয়া ভাতা, ভিক্ষা গ্রহণ করবেটা কে? রাজনৈতিক নেতারাও এটা খুব ভালো করে বুঝেছেন। দান, ভাতা, খয়রাতি দিয়ে নিজের পদানত করে রেখে দিলে এই গরিবেরা কোনোদিন মাথা তুলে মানুষের মতো দাঁড়াতে পারবে না, কুকুরের মতো ল্যাজ নাড়াতে নাড়াতে ছেঁড়া রুটি সন্তুষ্টিতে সব অন্যায়ে ঘেউ ঘেউ সমর্থন জুগিয়ে যাবে। অতএব গরিবি অমর।

(চলবে)

গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির আলোচনাসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৭ মার্চ : পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে একটি আলোচনাসভা হয়। সভার প্রধান বক্তা ছিলেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা সুদীপ্ত বাগচি। সভা পরিচালনা করেন অমিতাভ চক্রবর্তী ও জাকির হোসেন। আলোচনা করেন সমিতির নেতৃত্ব অশোক গোস্বামী। বক্তারা বলেন, রাজ্যের আজাই লক্ষেরও বেশি তরুণ পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে। মানুষের ঐক্যকে সুদৃঢ় করে উভয় শক্তিকে পরাস্ত করতে হবে।

প্রাক্তন সিপিআই(এম) নেতার জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ৬ মার্চ : সিপিআই(এম)-এর বুদবুদ-গলসী জোনাল কমিটির প্রাক্তন সদস্য, যুব প্রাক্তন জোনাল সভাপতি শ্যামল রায় (৬৬) ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে সন্ধ্যায় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তাঁর জীবনাবসান হয়। তাঁর স্ত্রী, এক কন্যা, জামাতা ও নাতনি বর্তমান। তাঁর মরদেহ জেলা দপ্তরে পৌঁছালে শ্রদ্ধা জানান জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন, অপূর্ব চ্যাটার্জী, নজরুল ইসলাম প্রমুখ। পঞ্চায়েত কর্মচারী যৌথ কমিটির পক্ষে আলিজান মণ্ডল, এহসানুল হক ও সমীর প্রধান। গলসী-১নং এরিয়া কমিটির দপ্তরে। এরিয়া সম্পাদক হারাধন ঘোষ সহ অন্যান্যরা শেষশ্রদ্ধা জানান। গলসী ২নং এরিয়া কমিটির ও যুব আন্দোলনের পক্ষে শ্রদ্ধা জানান মনসীজ হোসেন ও গলসী-১ সেখ নৌসাদ প্রমুখ। স্থানীয় শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

চরম বেহাল হয়ে পড়েছে দোগাছিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৮ মার্চ : চরম অবহেলায় বেহাল হয়ে পড়েছে দোগাছিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি। পূর্বস্থলী-১ ব্লকের দীর্ঘদিনের এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি কার্যত পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। ফলে চিকিৎসার জন্য প্রায় কুড়ি কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে হচ্ছে এলাকার মানুষদের। এলাকাবাসীর অভিযোগ, এখানে নেই নিয়মিত চিকিৎসক, নেই ২৪ ঘন্টার ইনডোর বা আউটডোর পরিষেবা। হাসপাতালের কোয়ার্টারগুলোতেও কোনও স্বাস্থ্যকর্মী থাকেন না। সপ্তাহে এক বা দুদিন শ্রীরামপুর গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে একজন চিকিৎসক। কয়েক ঘন্টার জন্য এসে রোগী দেখে চলে যান। বাকি দিনগুলোতে একজন নার্স ও একজন ফার্মাসিস্ট পরিষেবা দেন। স্থানীয়দের আরও অভিযোগ— শতাব্দী প্রাচীন এই হাসপাতালের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ হওয়া অর্থের বড় অংশই ভুয়ো বিল দেখিয়ে আত্মসাৎ করা হয়। সম্প্রতি স্থানীয় সাংসদ শর্মিলা সরকারের উন্নয়ন তহবিল থেকে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা হাসপাতাল রং করার জন্য বরাদ্দ হয়েছে। এলাকার মানুষ ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসা পরিষেবা চালু রাখার দাবি জানিয়েছে।

জনঔষধী-র স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৫ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধী-র বর্ধমান স্টেশনের বিপণীর উদ্যোগে আজ বর্ধমান শহরের কোটালহাটে একটি স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ৫০ জনের ব্লাড পেশার ও সুগার পরীক্ষা হয়। রোগীদের প্রায় ২৫০০ টাকার ও বেশি মূল্যের ওষুধ দেওয়া হয়। ঔষুধের গুণগত মান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। স্বাস্থ্য শিবির পরিচালনা করেন ডাঃ সাতকড়ী প্রসাদ কুণ্ডু। জনঔষধী বিপণীর পক্ষে এই খবর জানিয়েছেন পুতুল সিংহ।

দোলমেলায় সাড়া ফেলেছে ওজনদার মিষ্টি

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৬ মার্চ : দোগাছিয়ার চার দিনের দোলমেলায় সারা ফেলেছে ওজনদার মিষ্টি। একটি মিষ্টির ওজন ৮ কেজি, তার দাম ধরা হয়েছে ২ হাজার টাকা। তারপরে দেড় হাজার টাকা থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত এক একটা মিষ্টি বিক্রি হয়। কুড়ি থেকে ৫০ টাকার মিষ্টিও মেলে এই মেলায়। পূর্বস্থলীর দোগাছিয়ায় চৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক একটি মাটির টেরাকোটা মন্দিরকে ঘিরেই প্রতিবছর দোলের সময় এখানে মেলা বসে। তাছাড়াও কলকাতার যাত্রা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও থাকে।

WANTED

A Khosbagan and Railway Station Bardhaman, based Medicine House Wanted Fresh, Energectic & Smart Youth for Medicine Shop. Qualification: Eligiblity of Reading & Writing English. Call or Contact for Details : 9993785850 on any Working Day during Working Hours.

Printed by SADHANA PRESS, Published by Dinesh Jha on behalf of Dinesh Jha, Printed at PASCHIM BARDHAMAN and Published at 62 B.C Road, Anita Cinema Lane, Bardhaman-713101, Editor : JYOTIRMAY BHATTACHARYA
Mobile : 9434251586, Mail : weeklynatunchithi@gmail.com, Price : Rs. 2/-